দামুড়হুদায় নকশী কাঁথা ট্রেনের স্টপেজ পুনর্বহাল দাবিতে জনসমাবেশ ও মানববন্ধন

দামুড়হুদা জয়রামপুর রেল স্টেশনে নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনের আপ-ডাউন যাত্রাবিরতি পূর্ণবহালের দাবীতে স্থানীয় বাসিন্দারা আবারো মানববন্ধন করেছে। আজ বুধবার বিকাল ৪ টার দিকে জয়রামপুর স্টেশন ট্রেন অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আয়জনে জয়রামপুর রেল স্টেশনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রনটি শেই ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে এই জয়রামপুর রেল স্টেশনে থামতো এবং এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রা কৃষি পণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে বিপুল জনগোষ্ঠী দীর্ঘ দিন যাতায়াতের সুবিধা ভোগ করতো। কিন্তু হঠাৎ বিধিবাম, এই ট্রেনের ঢাকাগামী নতুন সংস্করণ নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনের প্রকাশিত নতুন যাত্রাবিরতি সিডিউলে জয়রামপুর রেল স্টেশনকে বাদ রাখা হয়েছে। যার ফলে চলতি ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে জয়রামপুর রেল স্টেশনে আর নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনটি থামছেনা। দামুড়হুদা থানার একমাত্র স্টেশন জয়রামপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে যাতায়াত করা লক্ষাধিক মানুষের ব্যাবসা বানিজ্য, চাকুরি, চিকিৎসা ও আত্মীয়তায় অবর্ণনীয় ছাপ পড়েছে এবং মানুষ ইতিমধ্যেই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এ দুর্ভোগ নিরসনের জন্য গত ২৪ নভেম্বর ২০২৩ইং তারিখে বিপুল সংখ্যক মানুষ জয়রামপুর রেলওয়ে প্লাটফর্মে একটি মানববন্ধন করে এবং গত ২৯শে নভেম্বর পাকসি আঞ্চলিক রেল ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের গনদুর্ভোগের বিষয় জানিয়ে একটি গন পিটিশন দাখিল করে জয়রামপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা।

জয়রামপুর স্টেশন ট্রেন অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আহবায়ক লাজিব আক্তার সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এবং কুকিয়া চাঁদপুর আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: আব্দুল আলিমের সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা ও হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, উপদেষ্টা নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, আনোয়ারুল মাস্টার, উপদেষ্টা ও হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ুব আলী স্বপন, প্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম মিফতা, কো সমন্বয়ক

ও পড়শি’র সভাপতি মোঃ হানিফ, হুমায়ুন আহম্মদ ডাবলু প্রমূখ।

এসময় বক্তারা বলেন, ট্রেনের জন্মলগ্ন থেকে জয়রামপুর রেল স্টেশনে গোয়ালন্দ মেল ট্রেনটি থামতো, কিন্তু এ মাসের প্রথম দিন থেকে ট্রেনটি আর জয়রামপুর স্টেশনে থামছেনা। জয়রামপুরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা, জয়রামপুর হাঁট, কেরু এন্ড কোম্পানির আখ সেন্টার ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস সহ হাজার হাজার শিক্ষার্থী সহ পথচারীরা এই রেল স্টেশনের উপর দিয়ে চলাফেরা করে।
এই স্টেশনে নেই কোন গেটম্যান, ফলে মাঝে মধ্যেই ট্রেনে কেটে মানুষ, পথচারী, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলে মেয়ে নিহত হচ্ছে। বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন অচিরেই যদি পুনরায় নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনটি জয়রামপুর স্টেশনে না থামানো হয় তাহলে আগামীতে স্থানীয় ও এলাকার জনগণ নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নে ঈগল মার্কার নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

৭ জানুয়ারী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিমের (ঈগল মার্কা) নির্বাচনী প্রচারণার হাউলী ইউনিয়ন অফিসের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ৫ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা নামক স্থানে ঈগল মার্কার নির্বাচনী অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাতীয় দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং বাংলাদেশ সংসদপত্র পরিষদের মহাসচিব (বিএসপি) নূর হাকিম।

এসময় নূর হাকিম বলেন, নির্বাচনে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। তাই আপনারা যদি আমার ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন তাহলে আমি এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করব ইনশাল্লাহ। আমি

আপনাদের কথা দিচ্ছি চুয়াডাঙ্গা ২ আসন অর্থাৎ দামুড়হুদা উপজেলা, জীবননগর উপজেলা ও গড়াইটুপি ইউনিয়ন, তিতুদহ ইউনিয়ন, বেগমপুর ইউনিয়ন, নেহালপুর ইউনিয়নকে আমি ডিজিটাল করে দেবো। এখানকার সমস্ত জনগণের জন্য আমি নিজ উদ্যোগে ইন্টারনেটের আওতায় আনবো এবং সকলে ফ্রী ওয়াইফাই ব্যাবহার করবে। দেশ যখন ডিজিটাল তখন সেবাও হবে ডিজিটাল। গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমস্তরকমের সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিনত করবো। গ্রামাঞ্চলের রাস্তা ঘাট ব্রীজ কার্লভাট সব কিছু জনগণের উন্নয়নে কাজ করা হবে। আপনারা কেউ ভোট নিয়ে হানাহানি করবেননা। সব সময় পুলিশ আনসার সেনাবাহিনী সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আপনাদের পাশে আছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা চান অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। কারোর ভোট কেউ দিতে পারবে না। তাই আপনারা ৭ জানুয়ারী সকাল সকাল ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমার ঈগল মার্কায় ভোট দেওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিমের ঈগল মার্কার হাউলী ইউনিয়ন নির্বাচনী কমিটির প্রধান উপদেষ্টা সহ নির্বাচনী কমিটির সদস্য বৃন্দ, স্থানীয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্র লীগের নেতাকর্মী বৃন্দ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ভৈরব নদী ও কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করে বিক্রি:নিরব প্রশাসন

দামুড়হুদায় প্রকাশ্যে কৃষি জমি-ভৈরব নদীর মাটি উত্তোলন করে বিক্রি করছে চিহ্নিত ভূমিদস্যুরা। অবৈধভাবে ভৈরব নদী ও কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করেও তারা রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভূমিদস্যুরা অবৈধ পন্থায় মাটি উত্তোলন করলেও প্রশাসন রয়েছে নিরব।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের

পাঠাচোরা গ্রামের ভৈরব নদীর তীরবর্ত্তী স্থান থেকে অদৃশ্য কারণে প্রতিদিন ভেকু মেশিনের সাহায্যে ১৫ টি অবৈধ ট্রাক্টর যোগে মাটি কেটে উপজেলার বিভিন্ন অবৈধ ইটের ভাঁটায় বিক্রি করছেন ভূমিদস্যু সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্যরা। তবে পাঠাচোরা থেকে কে বা কাহারা ভৈরবের মাটি চুরি করে বিক্রি করছেন এমন তথ্য স্থানীয়রা সঠিক ভাবে না জানালেও তারা জানান উপজেলার সদর ইউনিয়নের বদনপুর ও নাপিতখালী গ্রামের দুইজন এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

ঘটনাস্থলে দেখা যায় চুরি করা ভৈরব নদীর পাড় থেকে মাটি ট্রাক্টরে নেওয়ার জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বেশকিছু ট্রাক্টর। আর এ সকল ট্রাক্টরগুলোতে মাটি ভর্তি করে দিতে সাহায্য করছেন ভেকু মেশিন নামক দানব যন্ত্রটি। যন্ত্রটি একে একে ট্রাকগুলোতে মাটি ভরাট করে দিচ্ছে, মাটি ভরা শেষ হলেই ঘটনাস্থল থেকে অবৈধ ট্রাক্টরগুলো ছুটছে গন্তব্য স্থানে। আর এভাবেই উল্লেখিত স্থান থেকে প্রতিনিয়তই সকাল ৬ টা থেকে চলছে মাটি চুরি করে বিক্রি’র উৎসব।

সচেতন মহল বলছেন, ভৈরব নদী খনন কাজের মাটি দিয়ে নদীর পাড় না বেধে তা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূমিদস্যুরা চুরি করে নিজের ব্যাক্তিগত সম্পত্তির মতো করে অবাধে বিক্রি করে আসছেন। মাটি গুলো রাতের আঁধার কিংবা দিনের আলোতে প্রকাশ্যে বিক্রি করছেন ইটের ভাঁটাতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সংশ্লিষ্টারা দেখেও না দেখার ভান করছন, এটি খুবই দুঃখজনক। তাঁরা আরও জানান, এতে করে নদী পাড়ের কৃষি জমি ভাঙ্গন সহ আশপাশের রাস্তা ও বাড়ি ঝুঁকিতে থাকবেন। ফলে দ্রুত ভৈরব নদীর মাটি চুরি বন্ধে প্রশাসন কঠোর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: আব্দুল আলিমের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানিনা। আর বিশেষ করে ভূমিদস্যুদের সাথে আমি কোন সম্পর্ক রাখিনা।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, ভৈরব নদ খননের উদ্বৃত্ত মাটি উত্তোলন বা বিক্রি করতে কাউকে অনুমোদন/ইজারা দেয়া হয়নি। যদি কেউ তা বলে থাকে তবে মিথ্যা বলেছে। আর যারা মাটি উত্তোলন করছে তারা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করছে। তিনি আরো বলেন, যদি ভৈরব নদ খননের উদ্বৃত্ত মাটির কারণে জণগণের চলাচলের রাস্তায় বিঘ্ন ঘটে তাহলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্টিমেট করে ইজারা দিতে পারেন। তবে এখন পর্যন্ত দামুড়হুদা

উপজেলায় কাউকে ইজারা দেয়া হয়নি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রোকসানা মিতা বলেন, বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ডের। পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো প্রকার ইজারা দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই।

দামুড়হুদায় বিএনপির লিফলেট বিতরণ

দামুড়হুদায় ডামি নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের জনমত তৈরি, দলীয় নেতা কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে দামুড়হুদা শহরের বিভিন্ন এলাকায় দামুড়হুদা থানা বিএনপির উদ্যোগে এ লিফলেট বিতরণ করা হয়।

লিফলেট বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন থানা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন, থানা যুবদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ন আহ্বায়ক সোহেল রানা, যুবদল নেতা আনিচুর রহমান, আমিনুল ইসলামসহ থানা বিএনপি, যুবদল ছাত্রদল ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে

ট্রাক মার্কার নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

৭ জানুয়ারী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হাসেম রেজার (ট্রাক মার্কা) নির্বাচনী প্রচারণার হাউলী ইউনিয়ন অফিসের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৮ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা নামক স্থানে ট্রাক মার্কার নির্বাচনী অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হাসেম রেজা।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাসেম রেজা বলেন, সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে। তাই আপনারা যদি আমার ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন তাহলে আমি এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করব ইনশাল্লাহ। নির্বাচনের মাঠে আমার কোন নেতা কর্মীর গায়ে যদি কেউ হাত দেয় তাহলে সাথে সাথে তাকে প্রতিহত করা হবে। কোন সহিংসতা হলে আপনারা সাথে সাথে ৯৯৯ এ ফোন দেবেন। সব সময় পুলিশ আনসার সেনাবাহিনী আপনাদের পাশে আছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা চান অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। কারোর ভোট কেউ দিতে পারবে না। তাই আপনারা ৭ জানুয়ারী সকাল সকাল ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমার ট্রাক মার্কায় ভোট দেয়ার উদার্ত আহবান জানাচ্ছি।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে সরেজমিনে বিভিন্ন গ্রাম ও শহর ঘুরে সাধারণ ভোটারদের সাথে কথা বলে জানাগেছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য, জাতীয় দৈনিক আমার সংবাদ ও ডেইলি পোস্ট পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আবু হাশেম রেজা ওরফে হাশেম রেজা (ট্রাক মার্কা) সাধারণ ভোটারদের মাঝে ব্যাপক সারা ফেলেছেন। বিভিন্ন মিছিল মিটিং থেকে শুরু করে পথসভায় উপচে পড়া মানুষের ঢল দেখলে সহজেই বোঝা যায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ছুটে চলেছে। তারা দীর্ঘদিন মাঠে থাকা স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হাশেম রেজার পক্ষে তাদের রায় দিতে পারেন। প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে হাশেম রেজা একের পর এক চমক দেখিয়ে চলেছেন। তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন বলে সাধারন ভোটারা আশাবাদী।

স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হাসেম রেজার ট্রাক মার্কার হাউলী ইউনিয়ন নির্বাচনী কমিটির প্রধান উপদেষ্টা রেজাউল করিম এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সহিদুল ইসলাম, এ্যাড: আবু তালেব, হাউলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি মো: হাসেম আলী, যুবলীগ নেতা আলাউদ্দিন, মালেক ভূঁইয়া, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা আনারুল ইসলাম সহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্র লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মী বৃন্দ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় আদালতের আদেশ অমান্য ঘর নির্মাণের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার মৃত আলী খাবলির কন্যা আম্বিয়া খাতুন পুটলির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অপমান্য করে অন্যের জমি দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে,কার্পাসডাঙ্গা মৌজার ৭৬৫ খতিয়ানে ১০০৪ দাগে ২ একর ৬১ শতক জমির মালিকানা হয়ে দীর্ঘবছর ভোগদখল করে আসছে হাজী ফকির মোহাম্মদের ছেলে শিক্ষক জহিরুল ইসলাম।হঠাৎ করেই আম্বিয়া খাতুন পুটলি জহিরুলের প্রায় পৌনে ২ কাঠা ভিটা জমি জোরপূর্বক দখল করে ঘর নির্মান শুরু করে।জহিরুল আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে আম্বিয়া খাতুন পুটলি বিরুদ্ধে ১৪৫/১ ধারায় মামলা দায়ের করে।

বিজ্ঞ আদালতের আদেশ উপেক্ষা করেও আম্বিয়া খাতুন পুটলি জোরপূর্বক ঘর নির্মান অব্যাহত রাখে।গতকাল মঙ্গলবার সকালেও সে তার ঘরের নির্মান কাজ অব্যাহত রাখলে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিক হয়ে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেন।এ বিষয়ে আম্বিয়া খাতুন পুটলির সাথে কথা বলতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে বাড়ি পাওয়া যায়নি।

শিক্ষক জহিরুল জানান আম্বিয়া খাতুন পুটলি একজন মামলাবাজ ও অবৈধদখলদার।সে সকলকে মামলার ভয় দেখিয়ে চুপ করে রাখে।সে বিজ্ঞ আদালতের আদেশও অমান্য করে কাজ করছে।আম্বিয়া খাতুন পুটলির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যাবস্থা নিতে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

দামুড়হুদায় পানিতে ডুবে বৃদ্ধার মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের মালিতা পাড়ায় পানিতে ডুবে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে ৭৫ বছর বয়সের আরজুবানু নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। তিনি উপজেলার আরামডাঙ্গা গ্রামের আবু কাশেম আলীর স্ত্রী।

এলাকাবাসী ও পারিবারিক সুত্রেজানা গেছে প্রতিদিনের ন্যায় আরজুবানু নামের বৃদ্ধ সে দুপুরের দিকে বাড়ির পাশের পুকুরের গোসল করতে নামে। বাড়ি আসতে দেরি হওয়ায় বাড়ির লোকজন তাকে খোঁজা খুঁজির একপর্যায়ে পানির মধ্যে থেকে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। বাড়ির লোকজন জানায় তিনি দীর্ঘদিন মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

দামুড়হুদায় অবৈধ ভাবে মাটি কাটায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনিপুর গ্রামে অবৈধ ভাবে ফসিল জমির মাটি কাটায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। আজ রোববার সকাল ১০

টার দিকে।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার তারিনিপুর মাঠে অবৈধ ভাবে ফসলি জমির মাটি কেটে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে। এমন সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস সরজমিনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে ঘটনার সত্যতা মেলে।

এসময় ঘটনার সাথে জড়িত দুই জন ট্রাক্টর চালকে আটক করে বালু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুসারে দুই জনকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। সেইসাথে অদূর ভবিষ্যতে ফসলি জমির মাটি কাটলে কঠিন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুশিয়ারী দেন।

এসময় দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস বলেন, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদাতে ভৈরব নদী থেকে অবৈধ ভাবে ড্রেজার দিয়ে বালি উত্তোলন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ভৈরব নদী থেকে ড্রেজার মেশিন ভিড়িয়ে বালি উত্তোলন করছিলো কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মৃত আলী খাবলির ছেলে জাব্বার খাবলী,হুদা পাড়ার নাজমুল হাসান গেগার ও কার্পাসডাঙ্গা ভূমিহীনপাড়ার লাবু। বিষয়টি নিয়ে মাস খানেক পূর্বে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে নড়েচড়ে বসে উপজেলা প্রশাসন।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)সজল কুমার দাসের নেতৃত্বে বালি উত্তোলনের ড্রেজার মেশিন জব্দ করে তা ইউনিয়ন পরিষদে রাখা হয় ও উত্তোলন কৃত বালি জব্দ করা হয়।

আজ রোববার সকাল ১২ টার দিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী মো:আব্দুর রশিদ নিলাম পক্রিয়ার প্রধান হয়ে ১০ টি প্লাস্টিক ড্রাম,২ টি ইউপিভিসি পাইপ,২ টি

ফ্লাক্সিবেল পাইপ,২ টি ডিজেল স্টার্ট,২ টি চায়না শ্যালো মেশিন ও ৮৬৮৭.৬০ সিএফটি বালির নিলাম ডাকার পক্রিয়া শুরু হয়।নিলামে অংশ গ্রহনের পূর্বে ডাকে অংশগ্রহনকারীরা সহ স্থানীয় অনেকে নিলাম কমিটিকে অবহিত করে ভৈরবনদীতে জব্দকৃত ৩ টি স্তুপের বালির পরিমান আনুমানিক প্রায় ২ হাজার গাড়ি।অথচ সেখানে যে পরিমান বালি দেখানো হয়েছে তা মাত্র ৭০ গাড়ি হবে। নিলামে সঠিক তথ্য গোপন করে ও বালির মাপ একেবারে কম দেখিয়ে পুকুর চুরির ঘটনা ঘটছে।

নিলাম কমিটি সহ এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মানববন্ধন হবে এমন হট্টগোল শুরু হলে নিলাম কমিটি কিছুক্ষন সময় চেয়ে বিষয়টা জেনে তারপর নিলাম পক্রিয়া শুরু হবে বলে জানান। কিছুক্ষন পর উপজেলা প্রকৌশলী ও নিলাম কমিটি প্রধান মো:আব্দুর রশিদ বলেন আমরা পুনরায় সরেজমিন যাচাই বাছাই করে তারপর লোকেশন ঠিক করে আবারো প্রকাশ্য নিলামের তারিখ জানানো হবে।এসময় তিনি আরো জানান আগামীতে যখন প্রকাশ্য যখন নিলাম ডাকা হবে তখন নোটিশ করা হবে ও মাইকিং এর ব্যাবস্থা করা হবে।

স্থানীয় এলাকাবাসী সহ সচেতন মহলের জোর দাবী বালি উত্তোলনের সাথে জড়িতরা যাতে প্রকাশ্য নিলামে অংশ গ্রহন করতে না পারে ও বালির সঠিক মাপের মাধ্যমে স্বচ্ছ পত্রিকায় প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হয় তার সুব্যাবস্থা করতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

প্রকাশ্য নিলামে কোন ধরনের মিথ্যা তথ্যা বা সঠিক চিত্র তুলে ধরা না হলে এলাকায় মানববন্ধন সহ বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষনা দেন এলাকাবাসী।

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে মোমবাতি

প্রজ্বলন ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫ টা ৪৫ মিনিটের সময় উপজেলার বঙ্গবন্ধু মোড়াল চত্বরে মোমবাতি প্রজ্বলন, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের জাতিকে মেধা শুন্য করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তা হায়নার দল সম্ভব করতে পারেনি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ গড়ে দেশ ও জাতিকে আবার পূর্ণ মেধাশক্তি জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে ছিলেন বাঙালী জাতি গঠনে। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটি সহ হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গঠন করেছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সহ সকল ধর্মের শিক্ষা ব্যাবস্থা।

আজকে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি সুশিক্ষিত, ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে সারা বিশ্ব বাসীর কাছে বাংলাদেশকে রোল মডেল এ পরিণত করেছে। বাংলাদেশকে উন্নতশীল রাষ্ট্রের কাতারে নাম লিখিয়েছেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারানোর বেদনাময় স্মৃতি নিয়েই প্রতিবছর উপনীত হয় ১৪ ডিসেম্বর। গভীর শ্রদ্ধায় এই দিনটিতে স্মরণ করেন জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। যারা তাদের বর্তমানকে চিরতরে উৎসর্গ করে গিয়েছেন এদেশের ভবিষ্যৎ ও মহান স্বাধীনতার জন্য।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার, ওসি অপারেশন শফিউল আলম, উপজেলা পাট অফিসার রিয়াজুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতী মামুনুর রশীদ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ।